যায়যায়দিন

তারিখ ... 17 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... ২ ...

শিক্ষা ভবনে টাইমস্কেল বাণিজ্য

যায়যায় রিপোর্ট

এমপিওভুক্ত বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বন্ধ থাকা টাইমস্কেল এবং ইনডেক্সধারী শিক্ষকদের এমপিও ছাড় দেয়ার ঘোষণা দেয়ার পর শিক্ষা ভবনের এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী এ নিয়ে রমরমা বাণিজ্য শুরু করেছেন। টাইমস্কেলপ্রাপ্ত ৪৯ হাজার ২৮০ শিক্ষক-কর্মচারী এবং ৩ হাজার ৫৭৮ ইনডেক্সধারী শিক্ষককে টার্গেট করে ফাইল প্রসেসিং ও সহজে অর্থপ্রাপ্তির নিশ্চয়তার টোপ দিচ্ছে তাদের নিয়োগকৃত দালালরা। অভিযোগ আছে, দালালদের দৌরাত্ম্যে শিক্ষা ভবনে ঢুকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দপ্তর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারছেন না শিক্ষকরা।

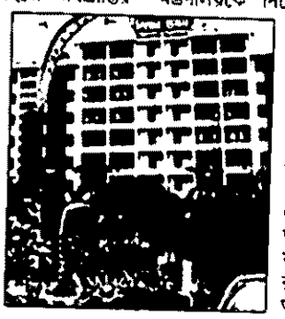

বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষক, মাদ্রাসা ও কলেজের প্রভাষকরা চাকরির মেয়াদ আট বছর পূর্তিতে টাইমস্কেল পেয়ে থাকেন। বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পদোন্নতির বদলে এ ধরনের আর্থিক প্রণোদনা দেয়া হয়ে থাকে।

গত জানুয়ারি ২০১১ থেকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের টাইমস্কেল এবং এমপিও বন্ধ রয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অসম্মতিতে বন্ধ থাকা টাইমস্কেল ও এমপিও পুনরায় চালুর দাবিতে শিক্ষকরা আন্দোলনে নামেন। এ নিয়ে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকও করেন শিক্ষামন্ত্রী।

পরে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকেই টাইমস্কেল পরিশোধ শুরু করার জন্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারাদেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রায় ৫৩ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর স্থগিত করা টাইমস্কেল ও বেতন-ভাতা ছাড় দেয়া হবে। মন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে টাইমস্কেল পরিশোধ করতে গেলে এ মুহূর্তে কত টাকা লাগবে এর হিসাব-নিকাশ চলছে মন্ত্রণালয়ে।

এদিকে ঘোষণার পরপরই শিক্ষা ভবনের এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী শিক্ষকদের টাইমস্কেল নিয়ে রমরমা বাণিজ্য শুরু করেছেন অভিযোগ

বাণিজ্য : পৃষ্ঠা ৪ কলাম

বাণিজ্য : টাইমস্কেল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আছে, দালাল চক্রের সঙ্গে মাউশির মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও বেসরকারি কলেজ শাখার বিভিন্ন কর্মকর্তাদের যোগসাজশ রয়েছে। এই দালালদের মাধ্যমে তারা কাজ করে থাকেন।

জানা গেছে, শিক্ষা ভবন নিয়ে দুর্নীতির নানা খবর পত্রিকায় প্রকাশ পাওয়ার পর ভবনের ভেতরে লেনদেন কমে গেছে। এখন বেশিরভাগ লেনদেন হয় শিক্ষা ভবনের বাইরে। সরেজমিন দেখা গেছে, টাইমস্কেল ও এমপিও ছাড় করতে প্রতিদিন কয়েকশ' শিক্ষক দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষা ভবনে আসছেন। ভবনের প্রধান ফটক দিয়ে ঢোকার সময়ই দালালরা শিক্ষকদের পাশে এসে জেনে নেন তারা কী কাজে এসেছেন। সেইমতো দালালরা সহজে টাইমস্কেল ও এমপিও ছাড়ের লোভনীয় টোপ দেন শিক্ষকদের। টোপ গেলা শিক্ষকের সঙ্গে এ সময় দরদামের রফা করে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি) গিয়ে দেখা গেছে প্রধান ফটক, পেছনের ফটক এবং ওয়েটিং রুমে শিক্ষকরা দালালদের সঙ্গে কথা বলছেন।

টাইমস্কেলের জন্য আসা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজশাহীর একটি কলেজের এক শিক্ষক জানান, তিনি টাইমস্কেলের জন্য আবেদন করেছেন। এখন ফাইল কতদূর, কোন টেবিলে আছে তা দেখতে এসেছেন। তিনি বলেন, এখানে (শিক্ষা ভবন) তার লোক আছে। ওই লোকই সব কিছু করে দেবে।

ঝালকাঠি থেকে আসা ভোক্তভোগী আরেক শিক্ষক বলেন, 'আমার ভোগান্তির কথা আপনাকে বলছি। তবে পেপারে নাম লিখবেন না। পেপারে নাম ওঠলে আমার কাজটা হবে না।' তিনি বলেন- 'টাইমস্কেলের জন্য আবেদন করতে এসেছি। ভেতরে যেতে চাইলে গেটে আনসার জিজ্ঞেস করে কোথায় যাবেন? টাইমস্কেলের কাজে যাব বললে আনসার আমাকে একজন লোক দেখিয়ে দিয়ে কথা বলতে বলেন। আমি তার সঙ্গে কথা বললে সে জানায়, আমার টাইমস্কেল করে দেবে সে। আর এ জন্য নানা ছোটাছুটির কাজ সেই করবে। ফাইল কাগজপত্র সব ঠিকও করে দেবে। এজন্য তাকে খুশি করতে হবে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'ভবনের ভেতরে আবার ঢুকতে চাইলে ওই লোক বলেন, উপরে গিয়ে লাভ নাই। আমাদের মাধ্যমেই কর্মকর্তাদের কাছে যেতে হবে।'

শিক্ষা ভবনের অনিয়ম ও দুর্নীতির ব্যাপারে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি আজিজুল ইসলাম বলেন, আনসাররা শিক্ষকদের শিক্ষা ভবনের গেট দিয়ে ঢুকতে দেয় না। গেট থেকেই শুরু হয় এ ভবনের দুর্নীতি। শিক্ষা অধিদপ্তরে যারা কাজ করেন কেবল তারাই দুর্নীতি করেন না, তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য অনেক শিক্ষকও ঘুষ দিয়ে দুর্নীতির মাত্রা বাড়াচ্ছেন।

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে ২৫ হাজার বেসরকারি এমপিওভুক্ত স্কুল রয়েছে। অল্পসংখ্যক লোকবল দিয়ে সুষ্ঠুভাবে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজ করা সম্ভব নয়। বছরের পর বছর ফাইল আটকে থাকে। ফাইলের তদবির করতে গিয়ে দুর্নীতির খেলাটা শুরু হয়।

তবে মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর শফিকুর রহমান টাইমস্কেল নিয়ে বাণিজ্যের কিছু জানেন না দাবি করে বলেন, আট বছর চাকরির বয়স পূর্তিতে স্কুলের সহকারী শিক্ষক ও মাদ্রাসায় সহকারী লেকচারার টাইমস্কেল পেয়ে থাকেন। কোনো শিক্ষক অনিয়ম বিষয়ে সরাসরি অভিযোগ করতে চাইলে তার সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ জানাতে বলেন তিনি। শিক্ষকরা শিক্ষা ভবনেই প্রবেশ করতে পারেন না কেন- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিক্ষা ভবনে প্রবেশে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। শিক্ষা ভবনে কোনো কাজের জন্য কোনো শিক্ষককে আসতে হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের স্বাক্ষর সম্বলিত কাগজ নিয়ে আসতে হয়। ৩৬ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিকে দুই লাখ ও মাদ্রাসায় আরো তিন লাখ শিক্ষক রয়েছেন। অবাধে শিক্ষা ভবনে প্রবেশ করতে দিলে সেখানে কোনো শৃঙ্খলা থাকবে না। তবে টাইমস্কেল নিয়ে বাণিজ্যের অভিযোগটি সম্পর্কে তিনি খোঁজ-খবর নেবেন বলে জানান।